কোম্পানী জমিদারের গোমস্তা ও পাটোয়ারীদের প্রভাবিত করে।

মণ্ডলরা বেতনভুক্ত কর্মচারী ছিলেন না। তাঁদের [illegible] কাজে গ্রামের কিছু জমি - নিষ্কর বা নামমাত্র করের মালিকানা দেওয়া হয়েছিল এদের হাতে। [illegible] ও [illegible], জোতদারদের সাথে কৃষকদের যোগসূত্র ছিল এই মণ্ডলরা। সর্ব-সম্প্রদায়ভিত্তিক এই মণ্ডলী প্রথা, ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ প্রধান গ্রাম ছাড়া প্রতিটি গ্রামেই বর্তমান ছিল। মণ্ডলরা ছিলেন গ্রামের সম্মানীয় ব্যক্তি। প্রথমে মণ্ডলদের উত্তরাধিকারিত্বের স্বত্বের নিয়ম ছিলনা। কেবল অসদাচরণের অভিযোগে-অপসারিত হওয়ার ঘটনা না ঘটলে এ পদ বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে।

গ্রামসমাজে মণ্ডলকে নানাবিধ কর্তব্য সম্পাদন করতে হত এবং তার ক্ষমতাও ছিল প্রভূত। প্রথমত- জমিদার ও রায়তের সম্পর্কিত বিষয়ে জমিদার ও রায়তের কোন বিরোধ দেখা দিলে জমিদাররা ঐ বিষয়ে মণ্ডলের সাথে আলোচনা করত। দ্বিতীয়ত, সামাজিক বিষয় সংক্রান্ত বিষয়ে, গ্রামবাসীদের মধ্যে কোনরকম বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য মণ্ডলের সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানে তার পরামর্শ ও নেতৃত্ব ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তৃতীয়ত, পুলিশী বিষয়ে জমিদারের ক্ষেত্রে আবার কর্তব্য ছিল গ্রামে সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কে খবর দেওয়া ও অপরাধীকে গ্রেফতার করার ব্যাপারে সরকারের সাথে সহযোগিতা করা। ঐ কাজের বিনিময়ে তাঁর জমির জন্য কম খাজনা দিতে হত এবং খাজনা বৃদ্ধির সময় অব্যাহতি দেওয়া হত। তবে গ্রামে তিনি প্রভূত প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন।

ব্রিটিশ আমলে জমিদারদের প্রভূত ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সব অভিযোগের আদালতের কেন্দ্রীভূতকরণ - এর ফলে মণ্ডলদের ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পায়। জমিদারদের বেতনভুক্ত কর্মচারী ও গোমস্তাদের তহশীল করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, সরকারী কর্মচারীরাও মণ্ডলদের অধিকারে কোপ বসাতে থাকে। ব্রিটিশ যুগে ধীরে ধীরে মণ্ডলী

Gobinda Prasad Mahavidyalaya
6th Semester, History of South west Bengal (1740-1947)
Module No - AHHST- 602C - 14
APHST- 601DSE- 1B
by Runu Ghosh

Topic

বাঁকুড়ায় মণ্ডলী-প্রথা

মণ্ডলী-প্রথা বাঁকুড়া জেলার প্রায় সর্বজনীন এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল প্রাক্-ঔপনিবেশিক সময়েই। মণ্ডলী প্রথার সৃষ্টি সম্বন্ধে জানা যায় বাঁকুড়া জেলায় কৃষক পরিবারের জন্য চাষের জমি সৃষ্টি করেছিল উপজাতীয় সাঁওতাল ও অর্ধ-উপজাতীয় ভূমিজ ও মাহাতো গোষ্ঠীর অভিবাসিত গ্রামীণদের দল। বলে মণ্ডলী প্রথা। অভিবাসিত সাঁওতাল, ভূমিজ ও মাহাতো গ্রামীণ সর্দারগণ মণ্ডল নামে পরিচিত ছিলেন। পশ্চিম বাঁকুড়ার নতুন গ্রাম-পত্তনের ভিত্তি ছিল এই মণ্ডলী-প্রথা।

সাঁওতালদের বসতি পত্তনের কাহিনীর মধ্যে মণ্ডলী প্রথার সূচনা সম্পর্কিত করা যায়। ডালটনের ডেসক্রিপটিভ এথনোলজি অব বেঙ্গল অনুসারে সাঁওতালদের আগমন ছিল ছোটনাগপুরের হাজারীবাগ জেলার ঝিরঝিরি-পিপিড়ি থেকে। বিষ্ণুপুর মল্লরাজদের রাজত্বের হ্রাস ও মারাঠাদের কারণে জমিদারেরা জঙ্গল ও পতিত জমিকে কৃষিযোগ্য করার প্রয়োজন অনুভব করেন। সাঁওতালদের এই ভাবেই ডেকে আনা হয় মূলত হাজারীবাগ-মানভূম থেকে। তাদের হাতে জঙ্গল ও পতিত জমি প্রথম নতুন বসতি ও কৃষি ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়। গোষ্ঠীপতি বা মণ্ডলই ছিল তাদের যৌথজমির রাজস্ব সংগ্রহ ও জমার দায়িত্বপ্রাপ্ত।

অন্যান্য দেশীয় মহাজনদের শোষণ ও অত্যাচারের ফলে সোনামুখী এলাকার গ্রামের অন্তর্গত ও মণ্ডলী জমি আর সাঁওতাল মণ্ডলদের অধিকারে ছিলনা। সাঁওতালদের জমি থেকে তাদের জোরেই উচ্ছেদ করা হয়। কালানুক্রমিক দেশীয় মহাজনরা অনেক তাদের জমি ও সম্পদ কিছু পরিমাণ হাতিয়ে নিয়েও জোতদারি

প্রসার-উন্নতি ঘটেছে থাকে। বিভিন্ন ধরনের [illegible] [illegible] কাহিনির আখ্যান [illegible] থাকে — সুতরাং প্রকাশ, প্রায় বা [illegible] [illegible] [illegible] প্রাসঙ্গিক [illegible] দেখতে ইত্যাদি। আঞ্চলিক সংস্কৃতি সৃষ্টি হয় মঙ্গলের।

সহায়ক গ্রন্থ

① অতীত বাঁকুড়ার সমাজ ও অর্থনীতি (প্রাগৈতিহাসিক থেকে ঔপনিবেশিক কালপর্ব) — সুদীপ্ত [illegible]।

② বাঁকুড়া জনের ইতিহাস-সংস্কৃতি — শ্রী রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী।

* * *